তারিখ ... 23 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... 2 ...

সংবাদ

# কোচিং থাবা থেকে মুক্ত নয় গ্রামের শিশুরাও

## ধ্বংস হচ্ছে শৈশব নষ্ট হচ্ছে মেধা

**প্রতিনিধি, ভালুকা (ময়মনসিংহ)**

২১ মার্চ রোববার সকাল সোয়া ১০টার দিকে ভালুকার ৮৮ নং পারুলদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায় দপ্তরি সজিব মিয়া স্কুল মাঠে পাইপ লাইনে পানি দিচ্ছেন। তার কাছে সময় জানতে চাইলে তিনি মোবাইলে সময় দেখে বলেন তখন সকাল ১০টা ১৮ মিনিট। ছাত্র ছাত্রীরা শ্রেণী কক্ষের বারান্দায় কিছু মাঠে দৌড়ঝাঁপ করছে। দপ্তরীকে সঙ্গে নিয়ে অফিস কক্ষে গিয়ে দেখা যায় খালি চেয়ার গুলো কারো বসার প্রতিক্ষা করছে। অর্থাৎ দপ্তরি সজিব মিয়া জানান তখনও কোন শিক্ষক বিদ্যালয়ে হাজির হননি। শিক্ষক বিহীন শ্রেণী কক্ষে বসা পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানাযায় তাদেরকে স্কুল চলাকালীন স্পেশাল ক্লাশ করানো হয় যার বিনিময়ে প্রতি মাসে ২০০ টাকা করে প্রত্যেককে বেতন দিতে হয় যদিও বিষয়টি বলতে মানা রয়েছে। এসব বিষয়ে এলাকার ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা প্রতিবাদ করার সাহস পাননা। সকাল সারে ১০টার দিকে একে একে চার জন শিক্ষক শিক্ষিকা বিদ্যালয়ে আসেন। পারুলদিয়া গ্রামের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শহীদুল ইসলাম জানান ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য তিনি স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ভালুকা সদরে থাকেন। ভালুকা হতেই নিজ গ্রামের স্কুলে আসতে প্রতিদিন প্রায় ১৫/১৬ কিলোমিটার ভাঙ্গাচুরা পথ পাড়ি দিতে হয়। পারুলদিয়া গ্রামের সহকারী শিক্ষক আজারুল ইসলাম তিনিও ভালুকা সদরে বসবাস করেন। সহ-শিক্ষিকা মুসলিমা আক্তার সীমু ভালুকার পশ্চিম সীমান্তবর্তী আঙ্গারগাড়া গ্রাম থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিয়ে স্কুলে আসেন। শুধু সারোয়ার জাহান নামে এক শিক্ষক যিনি পাশের পাইলাব গ্রাম থেকে স্কুলে আসেন। বিদ্যালয় চলাকালীন স্পেশাল ক্লাশ নেওয়ার বিষয়টি সমন্ধে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জানান এ টি ও কে জানিয়েই তারা স্কুল চলা কালীন বিশেষ ব্যাবস্থায় পাঠদান করছেন তবে মাসে ২০০ টাকা বেতন নেওয়ার বিষয়ে অনেকটা আমতা আমতা করে না-হা'র ভূমিকায় কথা বলেন। এ ব্যাপারে এ টি ও রমজান আলীর সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বললে তিনি জানান শিক্ষকরা যে যেখানেই থাকুননা কেন সকাল নয়টার মধ্যে বিদ্যালয়ে হাজির এবং সারে নয়টা থেকে ক্লাশ শুরু করতে হবে। সমাপনি পরীক্ষায় ফলাফল ভালো করার লক্ষ্যে সকাল সারে ৯টা থেকেই পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাশ নেয়ার নির্দেশনা দেয়া আছে কিন্তু বেতন নেয়ার কোন বিধান নেই। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ দু'জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে বলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শহীদুল ইসলাম জানান।